যুগান্তর

3 AUG 2017

ধার পাঁচ কোটি টাকা হয়নি কোনো ভবন

মেহেদী কবীর, *শাবি থেকে*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির নামে মূল ফান্ড থেকে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা ধার করেছেন। গত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বেশ কয়েকটি বিভাগ বাড়লেও নির্মাণ হয়নি কোনো ভবন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই অহরহ নিয়োগ, শিক্ষক লাঞ্ছনাসহ বেশকিছু নেতিবাচক ঘটনার কারণে বরাবরই শিরোনাম হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের এ শিক্ষক। তবে তার দাবি, তিনি যা কিছু করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোর জন্যই করেছেন। ২০১৩ সালের ২৬ জুলাই দায়িত্ব নেয়া ড. আমিনুল হক ভূঁইয়ার মেয়াদ পূর্ণ হয় গত ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার। মেয়াদকাল শেষেই ভিসির বাসভবন ছাড়ার কথা থাকলেও এখনও বাসভবনে তার স্ত্রী সন্তানরা বসবাস করছেন। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। অন্যদিকে নীতিমালা অনুসারে, শুধু সংকটময় মুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন পরিশোধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফান্ড থেকে টাকা ধার নেয়া যেতে পারে। তবে কোনো ধরনের অনুমোদন না পাওয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে মূল ফান্ড থেকে টাকা তোলায় মূল ফান্ডে ধারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাঁচ কোটি টাকারও বেশি। দুটি নিম্নমানের কোয়ার্টার, বাসভবনের সামনে একটি পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের টাকা নিয়েছেন মূল ফান্ড থেকে। এ বিষয়ে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, যেসব টাকা উন্নয়নের জন্য ধার নেয়া হয়েছে তা পরিশোধের কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। আওয়ামী সরকারের সময়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে সে তুলনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে গত চার বছরে বলার মতো একটি উন্নয়নও হয়নি বলে অভিযোগ করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ শামসুল আলম। এর জন্য সরাসরি ভিসিকে দায়ী করেন তিনি।

স্বজনপ্রীতি : অন্তত ছয়জন আত্মীয়কে বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অধিভুক্ত কলেজগুলোতে নীতিমালা লঙ্ঘন করে নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তার। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে শ্যালক হুমায়ুন কবীরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা (অতিথি ভবনের সুপারিনটেনডেন্ট) পদে নিয়োগ দেন ভিসি। তার জন্ম তারিখ ৪ জুলাই ১৯৮২। ওই সময় তার বয়স ৩২ বছর হওয়ায় তাকে চাকরিতে নিতে নীতিমালা পাল্টে 'সর্বনিম্ন বয়সসীমা ৩০ বছর' উল্লেখ করে একটি স্থানীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এ ছাড়া এ নিয়োগে ইউজিসির পূর্বানুমোদন নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। নিজের গাড়ি ছাড়াও আরও দুটি গাড়ির একটি তার কন্যা (স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে) ও অপরটি তার শ্যালক ব্যবহার করতেন।

থাকেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট মুহূর্তে : ২০১৪ সালের ২০ নভেম্বর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিসি বন্ধ করে দেন বিশ্ববিদ্যালয়। তার দু'দিন পরই তদন্ত কমিটির একজন সদস্যকে নিয়ে ভারত ভ্রমণে চলে যান তিনি। এ ছাড়া ২০১৬ সালের আগস্টে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পর তড়িঘড়ি করে হল বন্ধ করে মিয়ানমারে অবকাশ যাপনে যান তিনি। ২০১৭-এর এপ্রিলে পক্ষকালব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন তিনি, যে সময়টাতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দু'জন সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তার চার বছরের সময়ে দু'বার ক্যাম্পাস বন্ধ ও পাঁচবার হল বন্ধ করে দেন। গতবছরের ডিসেম্বরে অবৈধভাবে হল ও ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিলে তাকে তার কার্যালয়ে আটকে রাখে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পরে দীর্ঘ ২২ ঘণ্টা পর, হল ও ক্যাম্পাস খুলে দিতে বাধ্য হন তিনি। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে এর আগে যুগান্তরকে তিনি বলেছিলেন, তার ছুটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত ও অনুমোদিত।

সিন্ডিকেটের তোয়াক্কা করেননি : সিন্ডিকেটের তোয়াক্কা না করে বেশিরভাগ সময় 'ভিসির নিজস্ব ক্ষমতাবলে' কথা ব্যবহার করতেন তিনি। কোনো ধরনের সিন্ডিকেট/জরুরি সিন্ডিকেট ছাড়াই অন্তত তিনবার হল বন্ধ করে দেন ভিসি— যার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের। সিন্ডিকেট নীতিমালা ভঙ্গ করে অর্ণানেগ্রাম কমিটি ছাড়া কৌশলে নিজ শ্যালককে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মর্যাদার আসনে বসানোর চেষ্টা করেন। যেটি নিয়ে যুগান্তরে সংবাদ প্রকাশ হলে তা আটকে দেয় সিন্ডিকেট। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়সীমা পূর্ণ না হলেও তার কাছের কিছু আত্মীয়ের চাকরি স্থায়ীকরণে চেষ্টা চালান তিনি যা সিন্ডিকেট পরিপন্থী বলে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক মুহিবুল আলম অভিযোগ করেন।

শাবির বিদায়ী ভিসি
ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া